বিবর্তন
BIBARTAN
A Bengali News Fortnightly
20th year 2ND ISSUE
1st May, 2019

# সুখচর কাঠিয়াবাবা আশ্রমে প্রদর্শনী

সুখচর কাঠিয়া বাবা আশ্রমে ঐতিহ্য প্রদর্শনীতে ডঃ বৃন্দাবন বিহারী দাস মহারাজ

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** গত ১৪ ও ১৫ এপ্রিল, বাং ৩০ চৈত্র ১৪২৫ ও ১ বৈশাখ ১৪২৬ সুখচর শ্রীশ্রী কাঠিয়াবাবা আশ্রমের উদ্যোগে ঐ আশ্রম সংলগ্ন আরোগ্য নিকেতনের দ্বিতলে একজন ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত রোগীর সাহায্যার্থে আশ্রমেরই তৈরি হস্ত নির্মিত বিভিন্ন প্রকার ব্যাগ, অলংকার ইত্যাদি প্রদর্শনী ও বিক্রয়ের আয়োজন করা হয়েছিল। বহু মহাপুরুষের পদধূলিতে ধন্য এই এলাকার বেশ কিছু ধর্মীয় ও ঐতিহ্যময় স্থানের বিবরণ ছবির সাহায্যে এখানে প্রদর্শিত হয়। এই স্থানগুলির মধ্যে আছে মহাত্মা গান্ধির স্মৃতি বিজড়িত সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠান, যেটি তাঁর দ্বিতীয় বাসস্থান বলে গান্ধীজী নিজেই মত প্রকাশ করেছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়, তাঁর সঙ্গে আলোচনার জন্য এখানে বহু বিখ্যাত নেতার সমাগম ঘটেছিল। এ ছাড়া পানিহাটির গঙ্গা সংলগ্ন মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যদেব ও শ্রী নিত্যানন্দের পাদস্পর্শে ধন্য মহোৎসবতলা ও রবীন্দ্রস্মৃতি ধন্য গোবিন্দ হোম পানিহাটিতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পানিহাটি, সুখচর ও খড়দহের বেশ কিছু ঐতিহ্যমন্ডিত মন্দির, ৩০০ বছরের পুরানো টেরাকোটার শিবমন্দির, দেবালয় ও তৎসংলগ্ন গঙ্গা ঘাটের মনোরম দৃশ্য ও এই প্রদর্শনীতে তুলে ধরা হয়। বহু সাধারণ দর্শক এবং শ্রীশ্রী কাঠিয়াবাবা আশ্রমের মহারাজ শ্রীশ্রী ডঃ বৃন্দাবন বিহারী দাস ও ভবা মহাশক্তি আশ্রমের শ্রীশ্রী সোমেশানন্দ গিরি মহারাজ এই প্রদর্শনীটি ঘুরে দেখেন। সাধারণ দর্শকদের মধ্যে অনেকেই এই প্রদর্শনী দেখে অভিভূত এবং তারা বছরে একাধিকবার এই প্রদর্শনীর আয়োজন এবং বই-এর আকারে প্রকাশ করার জন্য মত প্রকাশ করেন। অনেকে আবার এমনও মন্তব্য করেন, এই প্রদর্শনী না দেখলে এই স্থানে যে এতজন মহামানবের আগমন ঘটেছিল, সেটা যেমন কোনদিন জানা সম্ভব ছিল না তেমনই এখানকার বিভিন্ন ঐতিহ্যমন্ডিত মন্দির, দেবালয় ও ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি সম্বন্ধেও ধারণা করা যেতো না। উদ্যোক্তাদের এই মহৎ প্রচেষ্টার জন্য তাঁরা সাধুবাদ জানান।

এই চিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজনে সহায়তা করে সুখচরে DRS Tech সংস্থাটি। পানিহাটি, সুখচর ও খড়দহ অঞ্চলের মোট ৪৫ টি ঘাট, অসংখ্য মন্দিরের সমাবেশ ও দু'জন অবতার পুরুষের পদাচিহ্ন পড়ায়, এই স্থানটি কাশীর সমতুল্য বলে অনেকে মনে করেন। গঙ্গাতীরে ঘাটের আধিক্য, মন্দিরময় ও অবতার পুরুষের পদার্পণ এই স্থানটি পুণ্যভূমি হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে।

তাই গত ১ বৈশাখ শ্রীশ্রী কাঠিয়াবাবা আশ্রমের মহারাজ শ্রীশ্রী ডঃ বৃন্দাবন বিহারী দাস এই প্রদর্শনীটি ঘুরে দেখার পর এই অঞ্চলকে পূর্বকাশী হিসাবে ঘোষণা করেন এবং এখানে যাতে কাশীর অনুকরণে গঙ্গা আরতির ব্যবস্থা করা যায় তার জন্য তিনি উদ্যোগ গ্রহণ করবেন বলে জানিয়েছেন।